মনে নেই কবে বৃষ্টিতে ভিজে ছিলাম

------------------------------------------------

এ,কে,এম সাইফুল ইসলাম

বৃষ্টি ভেজা বাতাসের ছোঁয়া

গরমে বৃষ্টির ফোঁটা, ঠান্ডা বাতাসের ছোঁয়া

সবুজ পাতাগুলি নেচে চলেছে অবিরত

করছে বৃষ্টিস্নান কী সুন্দর!

গাছের ডালে পাতার ফাঁকে লুকিয়ে

এক পায়ে দাঁড়িয়ে কাক দু'টি

কি যে মায়াময় জড়াজড়ি!

মনের ভেতর হয় প্রকম্পিত

মনে নেই কবে বৃষ্টিতে ভিজে ছিলাম!

যৌবনের সেই সাহস উঁকি দেয় বার বার।

মনে পড়ে কিশোর বেলার কিছু স্মৃতি কথা

স্কুলের বইগুলি পরনে গেঞ্জির নিচে রাখি

হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরছি কত হিসেব নেই

বৃষ্টিতে ভিজেছি অনেক বার।

ছিলনা ভয়-ভীতি বৃষ্টিতে বজ্রপাতের,

কখনো হেঁটে কখনো দৌড়ে এসেছি

পিচ্ছিল কাদাময় রাস্তা দিয়েছি পাড়ি।

গ্রামের আঁকাবাঁকা মেঠো পথ ধরে

এক ঝাঁক ছেলে মেয়ে স্কুল থেকে ফিরেছি

ফেরার পথে কুড়িয়েছি আম,

ছুড়েছি ঢিল কত গাছে।

একরোখা কেউ হলে দিয়েছে গালমন্দ

কেউবা করেছে আদর

কেউবা বলেছে খেয়ে নাও আরও কটা

ছোট বাচ্চা ওরা।

দিনগুলি ছিল অনেক আনন্দের মধুর।

এখন গাছে ঢিল ছুড়লে ধরে বেঁধে রাখে

কখনোবা পিটুনিতে করে দিশেহারা

জীবন নিয়ে হয় অনেক সময় টানাটানি।

দুষ্টুমি করেছি অনেক

'মাছরাঙ্গা পাখি' একটা কবিতা লিখে

খেয়েছি মার চুলের মুঠি ধরে,

না বুঝে কার‌ও এক নালিশের কারণে।

দিনগুলি ছিল অনেক আনন্দের মধুর

এখন গাছে ঢিল ছুড়লে ধরে বেঁধে রাখে

কখনোবা পিটুনিতে করে দিশেহারা

জীবন নিয়ে হয় অনেক সময় টানাটানি।

সময়ের প্রেক্ষাপটে এগিয়ে যায় জীবন

কার‌ও দুঃখ অশ্রুভেজা খাটে ক্ষন

কেউবা আনন্দে ভাসে বাজায় বাঁশের বীণ।

বিকেলের মাঠে দূর্বা ঘাসের উপর বসে

দেখি যুবক-যুবতী,বৃদ্ব-বৃদ্ধার হাঁটা-হাটি

কিশোর-কিশোরী, ছোট বাচ্চারা খেলেছে কিভাবে খেলা,

দেখি বিকাল শেষে গোধূলি লগ্নের অস্তমিত সূর্যের বিদায় বেলা!

জীবনের হিসাব মিলাতে মিলাতে কেটে যায় বেলা

চোখে শুধুই ভাসে কিছু আনন্দ স্মৃতি মধুময় খেলা

আর কানে বাজে বৃষ্টির ছন্দময় শব্দ।

মনে নেই কবে বৃষ্টিতে ভিজে ছিলাম!

--------------------------------